

অম্বুবাচী কী এবং কেন?

জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে, প্রতবিহর আষাঢ় মাসের ০৭ তারিখে অম্বুবাচী পালতি হয়। শাস্ত্রমতে, সূর্য যবে বারং ও যবে সময়ে মথুন রাশিতে গৌচর করে, তার পরে সেই বারংই পালতি হয় অম্বুবাচী। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এই দিনটিই ০৭ই আষাঢ়। প্রতবিহর সূর্য আদ্রা নক্ষত্রের প্রথম পর্যায়ের অবস্থানকালে, মথুন রাশির ০৬ ডিগ্রি ৪০ মিনিট থেকে ১০ ডিগ্রি পর্যন্ত সময় ধরিত্রী ঋতুমতী হন। এটিই অম্বুবাচী নামে পরিচিতি। আষাঢ় মাসের মৃগশিরা নক্ষত্রের তিনটি পর্যায়ের শেষে হলে ধরিত্রী ঋতুমতী হন। ধরিত্রীর ঋতুমতী থাকার সময় কাল তিন দিনের। এ সময় কোন শুভ অনুষ্ঠান কিংবা মাঙগলকি অনুষ্ঠান করা অশুভ হিসেবে ধরা হয়। অম্বুবাচীতে হাল ধরা, গৃহ প্রবেশ, বিবাহ ইত্যাদি শুভ কাজ নষিদ্ধ। এমনকি এ সময় কোনও মন্দিরেও প্রবেশ করা নষিদ্ধোক্তা দেখা হয়।

আষাঢ় মাসে মৃগশিরা নক্ষত্রের তৃতীয় পাদ অতীত হলে চতুর্থ পাদে আদ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদের মধ্যে ধরিত্রীদেবী ঋতুমতী হন। এই সময়কে অম্বুবাচী বলে। আষাঢ় মাসের ৭ তারিখে মৃগশিরা নক্ষত্রের তিনটি পদ শেষে হলে পৃথিবী বা ধরিত্রী মা রজঃস্বলা হন। এই সময়টিতে অম্বুবাচী পালন করা হয়।

আবার ঠিক এই একই সময়ে অসমের নীলাচল পাহাড়ে যোনরিপা মহামায়া কামাখ্যাও ঋতুমতী হন। এই সময় তিনদিন দেবী মন্দির বন্ধ থাকে। তিন দিন গত হলে দেবী মন্দির খোলা হয় এবং দেবীর স্নান ও পূজার্চনা শেষে ভক্তদের দেবী দর্শন করতে দেওয়া হয়। সাধারণত ৬ই বা ৭ই আষাঢ় থেকে ১০ই বা ১১ই আষাঢ় পর্যন্ত এই যোগ থাকে। অম্বুবাচী যোগের জগন্মাতা কামাখ্যার রক্তবস্ত্র দেহে ধারণ করলে অতীষ্ট ফললাভ হয়ে থাকে। তাছাড়া ওই রক্তবস্ত্র ধারণ করে যে কোনও স্থানে জপ, পূজা করলেও সাধক এর সাধনা পূর্ণ হয়।

অম্বুবাচী

অম্বুবাচী কথাটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'অম্ব' ও 'বাচি' থেকে। 'অম্ব' শব্দের অর্থ হলো জল এবং 'বাচি' শব্দের অর্থ হলো বৃদ্ধি। অতএব গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহের পর যখন বর্ষার আগমনে ধরিত্রী সিক্ত হয় এবং নবরূপে বীজধারণের যোগ্য হয়ে ওঠে সেই সময়কেই বলা হয় অম্বুবাচী।

আসামের কামরূপে কামাখ্যা দেবীর মন্দির এই তিনদিন বন্ধ থাকে।